দোয়া কবুলের ঘটনাবলী

16-June-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণ ভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাক** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ নিশ্চয় আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ সমূহ শুনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, আর কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ

www.dawateislami.net

শরীফ পাঠ করে তবে সেই আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নামসহ পেশ করে থাকে, সেই বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহূর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/২৫১, হাদীস: ১৭৬৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন। যেমন: নিয়্যত করুন! ✯ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ✯ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ✯ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফের বরকতে দোয়া কবুল

হযরত সায়্যিদুনা ফুযালা বিন উবাইদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মসজিদে) অবস্থান করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এলো, সে নামায আদায় করলো এবং এভাবে দোয়া করলো: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ অর্থাৎ **হে আল্লাহ!** আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّیْ অর্থাৎ হে নামাযী! তুমি তাড়াহুরা করেছো, (অতঃপর

www.dawateislami.net

দোয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:) যখন তুমি নামায আদায় করে বসবে তখন প্রথমে **আল্লাহ পাকের** এমন প্রশংসা করবে যা **তাঁর** জন্য উপযুক্ত, অতঃপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো এবং তারপর দোয়া করো। বর্ণনাকারী বলেন যে, এরপর আরেক ব্যক্তি নামায আদায় করলো, অতঃপর **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো তখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اَيُّهَا الْمُصَلِّيْ اُدْعُ تُجَبْ অর্থাৎ হে নামাযী! তুমি দোয়া করো, কবুল করা হবে। **(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৯০, হাদীস নং-৩৪৮৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক দ্বারা জানতে পারলাম যে, যদি দোয়া প্রার্থনাকারী দোয়া কবুলের আকাঙ্খী হয় তবে তার উচিৎ দোয়ার পূর্বে **আল্লাহ পাকের** হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফও পাঠ করা বরং শেষেও হামদ ও দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, যেমন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফাযায়িলে দোয়া"** এর ৬৮ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরতের পিতা, হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়ার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: দোয়ার জন্য আগে পরে **আল্লাহ পাকের** হামদ বর্ণনা করুন যে **আল্লাহ পাকের** চেয়ে বেশি কেউ নিজের হামদকে পছন্দ করেন না, সামান্য হামদেও খুবই সন্তুষ্ট হন এবং অগনিত দান করেন।

তিনি আরো বলেন: আগে ও পরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** পরিবার পরিজনদের ও সাহাবীদের প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করুন, কেননা দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকের** দরবারে মকবুল (কবুলকৃত) এবং

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের দয়ার বর্হিভুত যে, **তিনি** দোয়ার আগে পরে কবুল করবেন আর মাঝখানেরটুকু অগ্রাহ্য করবেন। (ফাযায়িলে দোয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা)

জমিন ও আসমানের মধ্যখানে ঝুলন্ত দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: " اِنَّ الدُّعَاءَ مَوۡقُوۡفٌ بَیۡنَ السَّمَاءِ وَالۡاَرۡضِ لَایَصۡعَدُ مِنۡہُ شَیۡءٌ حَتّٰی تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّکَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّم অর্থাৎ দোয়াকে জমিন এবং আসমানের মধ্যখানে থামিয়ে দেয়া হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আপন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে না, ততক্ষন পর্যন্ত আর উর্ধ্বে উঠতে পারে না।" (তিরমিযী, কিতাবুত তাওবা, ২/২৮, হাদীস নং-৪৮৬) হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: " اَلدُّعَاءُ مَحۡجُوۡبٌ عَنِ اللّٰہِ حَتّٰی یُصَلّٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَھۡلِ بَیۡتِہٖ অর্থাৎ দোয়া **আল্লাহ পাকের** থেকে আড়ালে থাকে, যতক্ষন পর্যন্ত **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** আহলে বাইতের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা হবে না।"(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/৩৫, হাদীস নং-৩২১২)

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হে প্রিয়তম! দোয়া হচ্ছে পাখি এবং দরূদ শরীফ হচ্ছে এর মূল পালক (অর্থাৎ ডানার সবচেয়ে বড় পালক), পাখি পালক ছাড়া কিভাবে উড়তে পারবে!

পাখির ডানার সবচেয়ে বড় পালক যা ছাড়া কোন পাখি উড়তে পারবে না, তাকে মূল পালক বলে। অর্থাৎ দোয়া একটি পাখি আর দরূদ শরীফ তার মূল পালকের মতোই, সুতরাং এমন পাখি যার মূল পালকই না থাকে তবে তা কিভাবে উড়বে, এমনিভাবে যে দোয়া দরূদ শরীফ বিহীন হয় তা কিভাবে কবুল হতে পারে? (ফাযায়িলে দোয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, বিশেষ করে আমাদের দোয়ার শুরুতে এবং শেষে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্ত্বার প্রতি দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করা, এর বরকতে আমাদের দোয়া **আল্লাহ পাকের** দরবারে মকবুল হবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! দোয়া দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য মঙ্গল অর্জনের উপায়, দোয়া **আল্লাহ পাকের** নিকট মুনাজাত (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা এবং নিজের বিনয়ের প্রকাশ) করা, **তাঁর** নৈকট্য অর্জন করা, **তাঁর** মহান দরবার থেকে পরিণাম পাওয়া, **তাঁর** দয়া ও দানের যোগ্য হওয়া, ক্ষমা ও মার্জনার সুসংবাদ অর্জন করা এবং ইহকালীন ও পরকালীন বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে মুক্তির অতি সহজ এবং পরীক্ষিত উপায়, দোয়া প্রার্থনা করা **আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতে**র প্রিয় বান্দাদের অভ্যাসও এবং উত্তম ইবাদতও, দোয়া প্রার্থনা করা **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতও এবং দোয়া গুনাহগার বান্দাদের জন্য **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে একটি অনেক বড় নেয়ামতও, দোয়ার গুরুত্ব এবং সম্মান ও মর্যাদা এই বিষয় থেকে অনুমান করুন যে, কোরআনে পাকে স্বয়ং **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদের শুধু **তাঁর** বারগাহে দোয়া প্রার্থনা করার আদেশ দেননি বরং কবুলিয়তের সুসংবাদ দ্বারাও ধন্য করেছেন,

যেমনিভাবে পারা ২৪ সূরা মু'মিন এর ৬০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(পারা: ২৪, সূরা: মু'মিন, আয়াত: ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের রব বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি কবুল করবো।

এমনিভাবে পারা ২ সূরা বাকারা এর ১৮৬ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর হে মাহবুব! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি; প্রার্থনা কবুল করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবনের মুবারক সময়গুলো অধ্যয়ন করলে **তাঁর** জীবনাচরণে বিভিন্ন দোয়াসমূহ **তাঁর** রুটিন ছিলো। **তাঁর** এই মুবারক শিক্ষনীয় আমল উম্মতের জন্যই ছিলো, যেমন; ঘরে প্রবেশের সময়কার দোয়া, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়কার দোয়া, ঘুমানোর পূর্বের দোয়া, ঘুম থেকে উঠার পর দোয়া, খাবার খাওয়ার পূর্বের দোয়া, খাবার খাওয়ার পরের দোয়া, পোশাক পরিধানের দোয়া, তেল লাগানোর দোয়া ইত্যাদি। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না শুধু সময়ে সময়ে দোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন বরং রাত দিন সর্বদা দোয়ায় লিপ্ত থাকার উৎসাহও দিয়েছেন, আসুন দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি:

(১) **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ।"

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৩, হাদীস নং-৩৩৮২)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **নবী করীম, রউফুর রহীম,** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাকের** নিকট কোন কিছুই দোয়ার মতো অগ্রগামী নয়।"

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৩, হাদীস নং-৩৩৮১)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির জন্য দোয়ার দরজা খুলে দেয়া হয়েছে তবে তার জন্য রহমতের দরজাও খুলে দেয়া হয়, **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়াগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় হচ্ছে নিরাপত্তার দোয়া। যে বিপদসমূহ অবতীর্ণ হয়ে গেছে এবং যা হয়নি, এগুলোতে দোয়া দ্বারা উপকার রয়েছে, তো হে **আল্লাহ**র বান্দারা! দোয়া করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও।"

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/৩২১, হাদীস নং-৩৫৫৯)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, **হুযুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদের ঐ বিষয় সম্পর্কে বলবো না, যা তোমাদের শত্রু থেকে মুক্তি দেয় এবং তোমাদের রিযিকে প্রশস্থতা আনয়ন করে, রাত দিন **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করতে থাকো কেননা দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, কিতাবুল আযকার, ২/২০১, হাদীস নং-১৮০৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হাদীসে মোবারাকা সমূহে দোয়া প্রার্থনা করার কিরূপ ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, দোয়া বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্যও উপকারী এবং রিযিকে বরকত ও প্রশস্থতারও কারণ, শত্রু থেকে মুক্তির উপায় এবং মু'মিনের হাতিয়ারও যে, মু'মিন বান্দা দোয়ার মাধ্যমে বড় বড় বিপদ ও কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থার মোকাবেলা করতে পারে, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় **আল্লাহ পাক**কে স্বরণ করা এবং ইহকালিন ও পরকালিন মঙ্গল অর্জন ও বিভিন্ন প্রকারের বিপদ থেকে মুক্তির জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে উদাসীনতা না করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, দোয়া হচ্ছে অতি উত্তম ইবাদত, যার মাধ্যমে একজন মুসলমান তার **রবে**র সাথে যেন কথোপকথন করে, হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে উত্তম ইবাদত।" (কানযুল উম্মাল কিতাবুল আযকার, ১/২৯, হাদীস নং-৩১৩১) সুতরাং যেমনিভাবে সকল ইবাদতের কিছু না কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে, যা সেই ইবাদত কবুল ও বিশুদ্ধ হবার উপায়, ঠিক তেমনি দোয়ারও কিছু আদব রয়েছে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এই আদবগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যদি দোয়া করার সময় সেই আদবগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় তবে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং আমরা যদি চাই যে, আমাদের দোয়া **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়ে যাক তবে আমাদের উচিৎ দোয়ার আদবের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা।

“ফাযায়িলে দোয়া” কিতাবের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দোয়া কবুল হওয়ার আদব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“ফাযায়িলে দোয়া”** পাঠ করা খুবই উপকারী, কিতাবটি আসলে আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আব্বাজান হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রচনা **“আহসানুল ভিয়া লি’আদাবিদ দোয়া”** এর সংকলন, এই কিতাবে দোয়ার ফযীলত, দোয়ার আদব, দোয়া কবুলের উপায়, দোয়া কবুলের সময়, দোয়া কবুলের স্থান, দোয়ার কবুলিয়তে ইসমে আযমের গুরুত্ব, দোয়া কবুলে প্রতিবন্ধকতার কারণ, দোয়া করার উপকারীতা এবং দোয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত এরূপ বলাতে ভূল হবে না যে, এই কিতাবটি প্রতিটি ঘরের জন্য আবশ্যক। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা হতে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন। তাছাড়া **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন দোয়ার কিছু আদব এবং এ প্রসঙ্গে দোয়া কবুলের কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি:

রবকে (আল্লাহ পাককে) প্রিয় নাম সমূহ দ্বারা ডাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়ার আদবের মধ্যে এটিও রয়েছে যে, দোয়ার শুরুতে **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় নাম সমূহ দ্বারা আহ্বান করা, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক তাঁর** নাম মুবারক "اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْن" এর জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন যে, যেই ব্যক্তি তা তিনবার বলবে, ফিরিশতা চিৎকার করে বলবে: চাও, اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْن তোমার দিকে মনযোগী হয়েছেন।

(মুসতাদরিক, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/২৩৯, হাদীস নং-২০৪০)

এমনিভাবে পাঁচবার "يَا رَبَّنَا" বলাও দোয়া কবুলে অনেক বড় ভূমিকা রাখে। কুরআনে করীমে এই শব্দটি পাঁচবার বলার পর ইরশাদ করেন:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

(পারা: ৪, সুরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ অতঃপর তাদের প্রার্থনা কবূল করেছেন তাদের প্রতিপালক।

ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় পাঁচবার "يَا رَبَّنَا" বলবে তবে সে যার ভয় করছে, **আল্লাহ পাক** তাকে তা থেকে নিরাপত্তা দান করবেন এবং যা চায় দান করবেন।"

(রূহুল মাআনী, পারা ৪, আলে ইমরান, ১৯৪ তম আয়াতের ব্যাখ্যা, ৪/৫১২)

দোয়ার পূর্বে নেক আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়ার আদবের মধ্যে একটি আদব এটিও যে, দোয়ার পূর্বে কোন নেক আমল করা, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাযরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিপিবদ্ধ করেন: " اٰدَابُ الدُّعَاءِ مِنْهَا تَقْدِيْمُ عَمَلٍ صَالِحٍ

www.dawateislami.net

وَذِكْرُهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ অর্থাৎ প্রত্যেক বিপদে **আল্লাহ পাককে** স্বরণ করা এবং দোয়ার পূর্বে নেক আমল করা দোয়ার আদবের অন্তর্ভূক্ত।"

(আল হাসানুল হাসিন, আদাবুদ দোয়া, পৃষ্ঠা ২৩)

যখন বান্দা একনিষ্ঠতার সহিত করা নেক আমলকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে ওসীলা বানিয়ে দোয়া করবে তখন **আল্লাহ পাক** সেই নেক আমলের সদকায় বান্দার দোয়া কবুল করেন। আসুন এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

নেক আমলের ওসীলায় করা দোয়ার বরকত

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন"** এর **১৩৯** নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বিগত যুগে তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিলো, তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো, তারা আশ্রয়ের জন্য একটি গুহায় প্রবেশ করলো, হঠাৎ পাহাড় থেকে একটি শিলা খন্ড নেমে এসে সেই গুহার মুখ বন্দ করে দিলো। এটা দেখে তারা বললো: এই বিপদ থেকে মুক্তির একটাই পথ, তা হচ্ছে নিজ নিজ নেক আমলকে ওসীলা করে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করা। সুতরাং তাদের মধ্যে একজন বললো: **ইয়া আল্লাহ!** আমার মা বাবা অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আমি তাদের পূর্বে আমার সন্তান সন্ততিদেরকে ও খাদিমদেরকেও পান করার জন্য দুধ দিই না, একদিন আমি গাছের সন্ধানে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম, ফিরতে ফিরতে আমার মা বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, আমি দুধ নিয়ে তাদের নিকট আসলে দেখলাম তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না আর তাদের পূর্বে সন্তান সন্ততিদের

www.dawateislami.net

মধ্যে কাউকে দেয়াও পছন্দ করলাম না বরং আমি দূধের পেয়ালা নিয়ে আমার মা-বাবার নিকট দাঁড়িয়ে রইলাম, যখন সকাল হলো আমি তাদের দুধ দিলাম। **ইয়া আল্লাহ!** যদি আমি এই কাজ **তোমার** সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তবে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো! তার দোয়ায় শিলা খন্ডটি সামান্য সরে গেলো, কিন্তু তবুও তেমন পথ হলো না যে, তারা সেখান থেকে বের হবে। অতঃপর অপরজন বললো: **ইয়া আল্লাহ!** আমার চাচাতো বোনকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম, আমি তার সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করলাম তখন সে অস্বীকার করলো, অতঃপর সে অভাবে পতিত হলে আমার নিকট আসলো, আমি তাকে এই শর্তে একশ দিনার দিলাম যে, সে আমার ইচ্ছা পূরণ করবে, সে বাধ্য হয়ে রাজি হলো, যখন আমি তার সাথে একাকিত্বে গেলাম এবং তাকে আয়ত্বে নিয়ে আসলাম তখন সে বললো: **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো এবং এই মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকো, এটা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম আর আমি মন্দ কাজ থেকে বিরত রইলাম, অথচ তাকে আমি প্রচন্ড ভালবাসতাম, অতঃপর আমি তার থেকে সেই দিনারগুলোও ফেরত চাইনি, **ইয়া আল্লাহ!** যদি আমি এই আমল শুধুমাত্র **তোমার** সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তবে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো! শিলা খন্ডটি আরো কিছুটা সরে গেলো কিন্তু এখনো তারা বের হতে পারবে না। তৃতীয় ব্যক্তি বললো: **ইয়া আল্লাহ!** আমি কিছু শ্রমিক দ্বারা কাজ করিয়েছি এবং সবার পারিশ্রমিক দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাদের মধ্যে এক শ্রমিক পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে গেছে, আমি তা (পারিশ্রমিক) ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছি, তখন তার সেই টাকা বাড়তে লাগলো, কিছুদিন পর সে আসলো এবং বললো: হে **আল্লাহ পাকের** বান্দা! আমার পারিশ্রমিক আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম: এই

www.dawateislami.net

উট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম যা কিছু তুমি দেখছো, এসব কিছু তোমার। সে বললো: **হে আল্লাহ পাকের** বান্দা! আমার সাথে তামাশা করবেন না। আমি বললাম: আমি তামাশা করছি না, এসব কিছু তোমারই। সুতরাং সে সব সম্পদ নিয়ে চলে গেলো এবং কিছুই রেখে গেলো না। **ইয়া আল্লাহ!** যদি আমার এই আমল **তোমার** সন্তুষ্টির জন্যই হয় তবে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো! ব্যস শিলা খন্ডটি সরে গেলো এবং তারা তিন জনই বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেদের গন্তব্যের দিকে রাওয়ানা হয়ে গেলা। **(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ২/৪৬৪, হাদীস নং-৩৪৬৫)**

নেক কাজের ওসীলায় দোয়া

আল্লামা ইবনে বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: "যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে নিজের সেই আমলের ওসীলায় দোয়া প্রার্থনা করে, যা সে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই করেছে তবে আশা করা যায় যে তার দোয়া কবুল হবে, যখন গুহায় আটকা পড়া লোকেরা তাদের নেক আমলের ওসীলায় দোয়া করলো, যা তারা শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলো এবং তারা আশা করলো যে, এর ওসীলায় গুহার মুখ খুলে যাবে, তখন **আল্লাহ পাক** তাদের দোয়া কবুল করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের গুহা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। **(শরহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, কিতাবুল আদব, ৯/১৯৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাক এবং এর ব্যাখ্যার আলোকে এটাও জানতে পারলাম, যেই নেক আমল শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির

জন্য করা হয়েছে, তা'ই দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত করবে, লৌকিকতাপূর্ণ ইবাদত শুধু অর্থহীনই নয় বরং গুনাহেরও কারণ, **তাজেদারে রিসালাত হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে লোকদের জন্য এমন আমল দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে যে, যার বাস্তবতা **আল্লাহ পাকের** জ্ঞানে অন্য কিছু তবে **আল্লাহ পাক** তাকে **তাঁর** দরবার থেকে দূর করে (তাড়িয়ে) দেন।" (জামেউল আহাদীস, কসমুল আকওয়াল, ৭/১৬৯, হাদীস নং-২১৬৬০) তাছাড়া **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ছাড়া লৌকিকতার জন্য করা নেক আমলকারী সম্পর্কে হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে; "কিয়ামতের দিন লৌকিকতাকারীকে (রিয়াকারীকে) বলা হবে যে, তুমি নিজের প্রতিদান তাদের কাছ থেকে ছেয়ে নাও যাদের জন্য তুমি আমল করতে।"

(ইত্তিহাফুস সা'আদাতিল মুত্তাকিন, কিতাবু যম্মিল জাআর রিয়া, ১০/৭৩)

যাই হোক আমাদের উচিৎ যে, দোয়ার পূর্বে সাধ্য মতো একনিষ্ঠতার সহিত কোন নেক আমল করে নেয়া, অনেক বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ الله কর্মপদ্ধতি এমন ছিলো যে, সেই মহৎ ব্যক্তিত্বগন দোয়ার পূর্বে দু'রাকাত নফল আদায় করে নিতেন এবং এরপর দোয়া করতেন। যেমনিভাবে...

অত্যাচারী শাসক থেকে মুক্তি

যখন সাফওয়ান বিন মুহরিজের ভাতিজাকে সেই যুগের অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসক ইবনে যিয়াদ বন্দি করে নিলো, তখন তিনি অনেক বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন এবং নিজের ভাতিজার মুক্তির জন্য বসরার কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালীদের দ্বারা সুপারিশ করিয়েছেন কিন্তু তাতে সফল হলেন না, ইবনে যিয়াদ সবার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করে দিলো, সাফওয়ান বিন

www.dawateislami.net

মুহরিজ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় রাত অতিবাহিত করছিলো, রাতের শেষ ভাগে হঠাৎ তাঁর নিদ্রা চলে আসলে স্বপ্নে কোন আহ্বানকারী বললো: হে সাফওয়ান বিন মুহরিজ! উঠো এবং নিজের অভাব প্রার্থনা করো, এই স্বপ্ন দেখে তাঁর চোখ খুলে গেলো, এক অজানা ভয় তার শরীরে ছেয়ে গেলো, তিনি ওজু করে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করতে লাগলেন, তিনি তাঁর ঘরে দোয়ায় ব্যস্ত ছিলেন এবং ঐদিকে ইবনে যিয়াদ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় লিপ্ত হয়ে গেলো, সে সিপাহীদের আদেশ দিলো যে আমাকে সাফওয়ান বিন মুহরিজের ভাতিজার নিকট নিয়ে চলো, সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ মশাল নিয়ে ইবনে যিয়াদের নিকট এলো, অত্যাচারী শাসক নিজের সিপাহীদের সাথে জেলখানার দিকে রওয়ানা হলো, সেখানে পৌঁছে সে জেলখানার দরজা খুললো এবং উচ্চ আওয়াজে বললো: সাফওয়ান বিন মুহরিজের ভাতিজাকে এক্ষুনি বের করে দাও, তার কারণে আমি সারা রাত অশান্তিতে কাটিয়েছি, শাসকের আওয়াজ শুনে সিপাহীরা তৎক্ষনাৎ সাফওয়ান বিন মুহরিজের ভাতিজাকে জেল থেকে বের করলো এবং ইবনে যিয়াদের সামনে এনে দাড়ঁ করালো, ইবনে যিয়াদ খুবই কেমল ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললো এবং বললো: যাও! খুশি মনে নিজের ঘরে ফিরে যাও, তোমার উপর কোন ধরনের জরিমানা ইত্যাদি নেই, এতটুকু বলেই ইবনে যিয়াদ তাকে মুক্ত করে দিলো, সে সোজা নিজের চাচা সাফওয়ান বিন মুহরিজের নিকট গেলো এবং দরজায় কড়াঘাত করলো, ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো: কে? বললো আপনার ভাতিজা। নিজের ভাতিজার এরূপ হঠাৎ আগমনে তিনি খুবই আশ্চার্য হয়ে গেলেন এবং দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে

www.dawateislami.net

গেলেন, অতঃপর মূল ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে, সে রাতের সব ঘটনা বর্ণনা করলো, সাফওয়ান বিন মুহরিজ **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো এবং নিজের ভাতিজার সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত হলো।

(উয়ুনুল হিকায়াত, ২/২২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের দীর্ঘশ্বাস প্রভাব বিস্তার করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়ার একটি আদব এটাও যে, প্রকাশ্য অবস্থা হতে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ হওয়া, একাগ্রতা এবং দোয়া প্রার্থনাকারী এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, **আল্লাহ পাক তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহে আমার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন। **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** নিকট এভাবে দোয়া করো যে, তোমার দোয়া কবুলের প্রতি পুরো ভরসা রয়েছে এবং মনে রাখবে **আল্লাহ পাক** উদাসীন মনের দোয়া শুনেন না।"

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৯২, হাদীস নং-৩৪৯০)

একবার হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করলেন, যে কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলো। হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: যে, যদি আমার ক্ষমতায় হতো তবে অবশ্যই আমি তার চাহিদা পূরণ করে দিতাম, **আল্লাহ পাক** ঠিক সেই সময় হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: হে মুসা! আমি তোমার চেয়ে বেশি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল, কিন্তু বিষয়টি হলো যে, এই ব্যক্তিটি তো ডাকছে আমাকেই, অথচ তার মন নিজের ছাগল পালের দিকে লেগে আছে

এবং আমি এরূপ ব্যক্তির দোয়া শুনিনা, যার অন্তর অন্য দিকে লেগে থাকে। যখন হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এই কথাটি সেই লোকটিকে বললেন, তখন সে মন থেকে (একাগ্রতার সাথে) **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলো এবং তার চাহিদা পুরণ হয়ে গেলো।

(রূহুল বয়ান, পারা ৮, আল আরাফ, ৩ নং আয়াতে ব্যাখ্যা, ৫৬/১৭৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, উদাসীন ভাবে আর দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া শুধুমাত্র রীতি রক্ষার্থে কখনো দোয়া করা উচিৎ নয় বরং যখনই দোয়া প্রার্থনা করবো একেবারে একনিষ্টতা এবং একাগ্রতার সহিত দৃঢ় বিশ্বাসে করবো, অনেক সময় আমরা বহুদিন ধরে একই দোয়া করে যাই কিন্তু তা কবুল হয় না, যার কারণে সুযোগ বুঝে অভিশপ্ত শয়তান আমাদের অন্তরে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেয়, আমাদের উচিৎ, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে দোয়া কবুল না হওয়াতে নিজের ভূল রয়েছে ভাবা এবং নিজের এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, যেখানে **আল্লাহ পাকের** দানে কোন কম হয় না, তবে নিশ্চয় আমাদের দোয়ায় অনিশ্চয়তা, অমনযোগীতা বা অন্য কোন ভূল হয়ে যায় হয়তো, যা আমাদের দোয়া কবুলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যায় বা আমাদের চাহিদা পূর্ণ না হওয়াতেই আমাদের কল্যাণ রয়েছে হয়তো।

অন্ধের দৃষ্টি ফিরে এলো

বর্ণিত আছে: একবার আওরঙ্গজেব আলমগীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নুরানী মাযারে উপস্থিত হলেন। বেষ্টনির ভেতর এক অন্ধ ফকীর বসে চিৎকার করে বলছিলো: ইয়া খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চোখ দান করো। তিনি এই ফকীরকে জিজ্ঞাসা

করলেন: বাবা! কতদিন হলো চোখ প্রার্থনা করছেন? বললো: অনেকদিন হয়ে গেলো, কিন্তু আশা পূরণ হচ্ছে না। তিনি বললেন: আমি মাযারে হাজিরী দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি ততক্ষণে যদি দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে তো ভাল, নয়তো হত্যা করবো। একথা বলে ফকীরের উপর পাহারাদার লাগিয়ে বাদশাহ হাজিরী দেয়ার জন্য ভেতরে প্রবেশ করলো। ঐদিকে ফকীর কাঁদতে লাগলো এবং কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করতে লাগলো: ইয়া খাজা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগে শুধু চোখের সমস্যা ছিলো, এখন তো প্রাণের উপরও আসলো, যদি আপনি দয়া না করেন তবে মারা যাবো। যখন বাদশাহ হাজিরী দিয়ে ফিরে আসলো তখন তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এসে ছিলো। বাদশাহ মুচকি হেসে বললো: তুমি এতদিন অমনোযোগীতার সাথে দোয়া করছিলে আর এখন মৃত্যুর ভয়ে তুমি একাগ্রতার সহিত দোয়া করেছো, তাই তোমার আশা পূর্ণ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, **আল্লাহ পাকের** ওলীদের মাযারে আন্তরিকতার সাথে তাদের ওসীলায় করা দোয়াও কবুল হয়, সুতরাং আমাদের উচিৎ নিজের চাহিদা পূরণের জন্য কখনো কখনো আওলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মাযারে হাজিরী দিতে থাকা এবং তাঁদের ওসীলায় দোয়া করা। আ'লা হযরতের আব্বাজান, হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়ার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **আল্লাহ পাকের** নাম ও গুন সমূহ এবং **তাঁর** কিতাব বিশেষ করে কোরআন এবং ফিরিশতাগণ ও আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বিশেষকরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **আল্লাহ পাকের** আউলিয়া বিশেষ করে হুযুর

www.dawateislami.net

গাউসে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিজের চাহিদা পূরণ হবার জন্য ওসীলা বানান যে, **আল্লাহ পাকের** প্রিয়ভাজনদের ওসীলায় দোয়া কবুল হয়। (ফাযায়িলে দোয়া, ৭১ পৃষ্ঠা) কুরআনে পাকে **আল্লাহ পাক তাঁর** দরবারে ওসীলা পেশ করার আদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: ﴿وَ ابۡتَغُوۡۤا اِلَیۡہِ الۡوَسِیۡلَۃَ﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আর তারই দিকে মাধ্যম তালাশ করো। (পারা ৬, মায়েদা, আয়াত-৩৫) সুতরাং দোয়া কবুলের জন্য **আল্লাহ পাকের** প্রিয়দের ওসীলা করা উচিৎ এবং সম্ভব হলে নেক বান্দাদের দ্বারা নিজের জন্য দোয়াও করানো উচিৎ, কেননা **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের কল্যাণের দোয়া এবং ক্ষতির দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। যেমন-

হযরত মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বান্দা, ওলামা, আউলিয়া এবং সকল নেককারগনের কারো বিরুদ্ধে করা দোয়া খুবই ভয়ঙ্কর এবং ধ্বংসাত্মক বিপদ। এই বুযুর্গদের আঘাতপ্রাপ্ত দোয়া এবং অভিশাপ সেই তলোয়ার যার কোন ঢাল নাই এবং এটা এমন ধ্বংসময় বিষাক্ত তীর যার নিশানা কখনো ভূল করে না, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক যে, সারা জীবন প্রতিটি পদক্ষেপে এটা মনে রাখা যে, কখনো **আল্লাহ পাকের** কোন নেক বান্দার শানে সামান্য পরিমানও যেন বেআদবী না হয় এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের থেকে কখনো যেন আঘাতপ্রাপ্ত দোয়া না নেয় বরং সর্বদা এই চেষ্টায় থাকা যে, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের দোয়া যেন পেতে থাকে। কেননা, নেক বান্দাদের ক্ষতির জন্য দোয়া ধ্বংসের ভয়ঙ্কর সিগনাল এবং তাঁদের দোয়া উন্নতির টাটকা ফল স্বরূপ। (কারামাতে সাহাবা, পৃষ্ঠা ১৩৬)

আসুন! এপ্রসঙ্গে এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আরো মহত্ব সৃষ্টি করি!

চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খুলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন মসজিদ থেকে নিজের ঘরের দিকে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তখন দরজায় পৌঁছে **আল্লাহু আকবর** বলে আওয়াজ করতেন, উত্তরে তাঁর সম্মানিতা বিবিও **আল্লাহু আকবর** বলতেন। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন উঠোনে যেতেন তখন **আল্লাহু আকবর** বলতেন, উত্তরে তাঁর বিবিও **আল্লাহু আকবর** বলতেন। যখন কামরায় প্রবেশ করতেন তখন **আল্লাহু আকবর** বলতেন এবং উত্তরে তাঁর বিবিও **আল্লাহু আকবর** বলতেন, এটা তাঁর প্রতিদিনের রুটিন ছিলো, একরাতে যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরজায় পৌঁছে প্রতিদিনের মতো **আল্লাহু আকবর** বললেন কিন্তু উত্তর আসলো না, অতঃপর যখন উঠোনে গিয়ে **আল্লাহু আকবর** বললেন তখনো উত্তর এলোনা, যখন কামরায় পৌঁছলো এবং **আল্লাহু আকবর** বললেন তখনো তাঁর বিবি উত্তরে **আল্লাহু আকবর** বললেন না, তাঁর সম্মানিতা বিবি তাকে খাবার দিলেন এবং চুপচাপ মাটিতে বসে রইলেন, এমন লাগছিলো যে, তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, তাঁর ঘরে আলোর জন্য প্রদীপও ছিলোনা কিন্তু তবুও তিনি ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি তাঁর বিবিকে অসন্তুষ্ট দেখলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন: হে **আল্লাহ**র বান্দি! তুমি উদ্বিগ্ন কেন? এ কথা শুনে সে বললো: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট আপনার খুবই মর্যাদা

www.dawateislami.net

রয়েছে, তিনি আপনাকে অনেক সম্মান করেন, যদি আপনি তাঁর নিকট একজন খাদিম চান তবে তিনি অবশ্যই দেবেন, আমাদের নিকট একজনই খাদিম নাই যে আমাদের সেবা করবে, খাদিম চলে আসলে আমাদের কিছুটা আরাম হবে, একথা শুনে তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং এই ভাবে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে আমার **প্রতিপালক!** তাকে অন্ধ করে দাও, যে আমার পরিবারের মানসিকতা নষ্ট করেছে এবং আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে, তাঁর দোয়ার প্রভাব সহসায় প্রকাশ পেল এবং প্রতিবেশী এক মহিলার চোখের দৃষ্টি শক্তি হঠাৎ চলে গেলো, যে তার ঘরে ছিলো এবং যে এসে তাঁর সম্মানিতা বিবিকে বলেছিলো, যদি তুমি তোমার স্বামীকে বলো তবে সে আমীরুর মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট থেকে গোলাম নিয়ে আসতে পারবে এবং তুমি গোলাম পেয়ে গেলে তোমার জীবন সুখের হয়ে যাবে। যখন সে কিছু দেখছিলো না তখন সে তার পরিবারের লোকদের বললো: তোমরা বাতি কেন নিভিয়ে দিয়েছো? পরিবারের লোকেরা বললো: বাতি তো জলছে, সম্ভবত তোমার চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে, এখন সে মহিলা অনেক চিন্তান্বিত হলো এবং যখন জানতে পারলো যে, এটা হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খুলানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দোয়ার প্রভাব, তখন নিজের আচরণের জন্য খুবই লজ্জিত হলো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলো আর অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলো, আরয করতে লাগলো: আমাকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দিন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করুন, যেন আমার দৃষ্টি শক্তি যেন ফিরে আসে, তাঁর এই মহিলার প্রতি দয়া হলো এবং তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠালেন আর তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসার জন্য দোয়া করলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখনো দোয়া শেষও করেননি, এদিকে সেই মহিলার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলো এবং সে পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেলো। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১/৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্** ওয়ালাদের দোয়া কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে, এদিকে সেই নেক বান্দাদের মুখ থেকে দোয়া বের হয় অপরদিকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে তা কবুল হয়ে যায়, তাঁদের দোয়া দ্বারা বিপদ দূর হয়, দুঃখ দূর হয়, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং ইবাদতের উৎসাহ নসীব হয়। সুতরাং আমাদের উচিৎ, না শুধু নেক লোকদের দোয়া অর্জন করা বরং তাঁদের অনুসৃত পথে চলারও চেষ্টা করার পাশাপাশি মন্দ লোকের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে উত্তম এবং নেক লোকের সংস্পর্শ গ্রহণ করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নং ৪৮ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়ার ফয়েয দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য, দোয়ায় ভাব ও আবেগ পাওয়ার জন্য এবং দোয়ার আদব শিখার ও শেখানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হলেকার **১২** মাদানী কাজের মধ্যে একনিষ্ঠভাবে অংশ গ্রহণ করুন। দোয়ার আদবের মধ্যে এটাও একটি আদব এটাও রয়েছে, আপন পিতা মাতা ও বড়দের জন্যও দোয়া করা, যেমনি ভাবে **"ফাযায়িলে**

দোয়া” এর মধ্যে আলা হযরতের সম্মানিত পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দোয়া করার সময় পিতা মাতা ও বড়দের জন্য অবশ্যই দোয়া করবে, পিতা মাতার জীবদ্দশায় অবশ্যই দোয়া করবে। (ফাযায়িলে দোয়া ৮৯) শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদান কৃত ৭২ নেক আমল রিসালার মধ্যে ৪৮ নং নেক আমল হলো, আপনি কি আজ আপনার পিতামাতা ও পীর মুর্শিদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া এবং কিছু না কিছু ইছালে সাওয়াব করেছেন? (একবার দরূদ শরীফ পাঠ করেও ইছালে সাওয়াব করা যায়) এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমাদের প্রতিদিন আপন পিতামাতা ও বুযুর্গদের জন্য দোয়া করার সৌভাগ্য নসীব হবে। সুতরাং নেক আমলের উপর আমল করার অভ্যাস গড়ুন, এর বরকতে দ্বীনি ও দুনিয়াবী অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা জানিনা যে, কোন্ নেক বান্দার দোয়া **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং তার সদকায় দোয়ায় অংশ গ্রহণকারী সকল লোকের তরী পার হয়ে যায়। আসুন এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

নেক বান্দার দোয়ায় আমিন বলার বরকত

হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্বৃতী করে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ওয়াসিতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তখন তিনি বললেন: আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ক্ষমা করার কারণ কি? বললেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু ওমর বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জুমার দিন আমার নিকট তাশরীফ আনেন এবং দোয়া করেন: তখন আমি তাঁর দোয়ায় আমিন বলেছিলাম, ব্যাস! এই কারণে আমার ক্ষমা হয়ে গেলো। (শরহুস সুদুর, ২৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাবা-মা, শিক্ষক ও সমস্ত মুসলমনের জন্য দোয়া করার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়ার আদবে এটাও রয়েছে, যখন আমরা নিজের জন্য দোয়া করবো তখন যেন সকল মুসলমানকে আমাদের দোয়ায় শরীক করে নিই। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি দোয়াকারী নিজে উপযুক্ত না হয় তবে কোন না কোন বান্দার ওসীলায় চাওয়া পূরণ হবেই।

হযরত সায়্যিদুনা আবু শায়খ আসবাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন: আমাকে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মুসলমান নারী পুরুষের জন্য মঙ্গলের দোয়া করবে, কিয়ামতের দিন যখন তাদের মজলিশের পাশ দিয়ে গমন করবে তখন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে: ইনি সেই, যে দুনিয়ায় তোমাদের জন্য মঙ্গলের দোয়া করতো, ব্যাস! তারা তার জন্য শাফায়াত করবে এবং **আল্লাহ পাকের** নিকট আবেদন করে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

কুরআনে করীমে মুসলমানদের জন্য দোয়া করার ব্যাপারে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে মাহবুব!

www.dawateislami.net

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ (পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৯) আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির ক্ষমা প্রার্থনা করুন!

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** আমাকে ক্ষমা করে দাও) বলতে শুনে ইরশাদ করলেন: যদি সব মুসলমানদের দোয়ায় অর্ন্তভূক্ত করতে, তবে তোমার দোয়া কবুল হতো। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/২৮৬)

হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা বিন সামিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهٗ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَّ مُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান মহিলার সমপরিমাণ নেকী লিখে দেন।

(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, ১০/৩৫২, হাদীস নং-১৭৫৯৮)

সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমাদের দোয়ায় আমাদের মুসলমান ভাইদেরকেও স্মরণ রাখা, সাথে মাতা পিতা বরং নিজের ওস্তাদদের জন্যও অবশ্যই দোয়া করা, মনে রাখবেন যে, দ্বীনি ওস্তাদ রূহানী পিতার মর্যাদা রাখে। তাঁদের জন্য দোয়া করা মানুষের হকে নেয়ামত লাভের কারণ, হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: "اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ অর্থাৎ যখন বান্দা পিতা মাতার জন্য দোয়া করা ছেড়ে দেয় তখন তার রিযিক বন্ধ করে দেয়া হয়। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, ১৬/২০১, হাদীস নং-৪৫৫৪৮) সুতরাং ওস্তাদ এবং মা বাবার জন্য অবশ্যই দোয়া করা উচিৎ। যখনই দোয়া করবেন দোয়ায় অত্যন্ত নম্রতা ও কান্নাকাটি করবেন, কেঁদে কেঁদে

আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের অসহায়ত্ব এবং অক্ষমতাকে প্রকাশ করে নিজের চাহিদার জন্য অনুনয় করুন।

হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়ার এই আদবের আলোকে বলেন: এদিকে নম্রতা যত বেশি হবে, ঐদিকে দয়া ও অনুগ্রহও বেশি হবে। তিনি আরো বলেন: দোয়ায় চোখের পানি ঝরাতে চেষ্টা করুন, যদিওবা এক ফোঁটাও হোক, কেননা তা কবুলিয়্যতের দলীল, কান্না না আসলে কান্না করার মতো চেহারা করুন কেননা নেককারদের নকল করাও নেক কাজ। উম্মল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** দোয়ায় অজোরে কান্না করাকে পছন্দ করেন।"

(কিতাবুদ দোয়া লিত তাবারানী, পৃষ্ঠা ২৮, হাদীস নং-২০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়া কবুলের জন্য **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে দোয়া করা উচিৎ, তাছাড়া দোয়ার কবুলিয়্যতে তাড়াহুড়ো করা থেকে বেঁচে থাকা চাই, অনেক অজ্ঞ লোক مَعَاذَ الله এরূপ বলে থাকে যে, আমিতো অনেক দিন ধরে দোয়া করছি, বুযুর্গদের দিয়েও দোয়া করিয়েছি, কোন পীর ফকীর বাকী রাখি নাই, এই ওযীফা পড়েছি, ওই ওযীফা পড়েছি, অমুক অমুক মাযারেও গিয়েছি কিন্তু **আল্লাহ পাক** আমার চাওয়া পূরণ করেই না, অথচ অনেক সময় দোয়া কবুলে বিলম্বিত হওয়ায় অনেক যুক্তিযুক্ত কারণও থাকে, যা আমাদের বুঝে আসে না, সুতরাং দোয়ায় তাড়াতাড়ি না করা চাই, দোয়া কবুলিয়্যতে তাড়াতাড়ি করা এবং কবুলিয়্যতে বিলম্বিত হওয়ায় যারা দোষারোপ করে তাদের আঘাত করতে গিয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিশেষ

www.dawateislami.net

ভঙ্গিতে নসিহতের যে মাদানী ফুল দিয়েছেন, তার সারাংশ শুনুন এবং দোয়া কবুলে তাড়াতাড়ি করা থেকে নিজেকে বাঁচান:

অফিসারদের কাছে তো বার বার ধাক্কা খাও কিন্তু...

দুনিয়াবী অফিসারদের নিকট থেকে কাজ বের করার আকাঙ্খীদের দেখা যায় যে, তিন তিন বছর পর্যন্ত আশা এবং অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত করে দেয়, সকাল সন্ধ্যা তার দরজায় দৌড়াদৌড়ি করে এবং সেই অফিসাররা পাত্তাও দেয় না, কথার উত্তরও দেয় না, ধাক্কা দেয়, নাক চিটকায়, এরূপ অফিসারদের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে যদিও অনেক দিন হয়ে যায়, কিন্তু আশা এখনো সেই আগের মতোই দৃঢ় থাকে, দুনিয়াবী অফিসারদের কাছে ধাক্কা খাওয়া ব্যক্তিরা না আশা ছেড়ে দেয়, না তাদের পিছু ছাড়ে, কিন্তু আফসোস! **আল্লাহ পাকের** দরজায় প্রথমে তো আসেই-বা কে? এবং আসলেও দোষারোপ করে, ঘাবড়ায়, আগামী কালকে হওয়ার কাজ আজকেই চায়, এক সপ্তাহ কোন অজিফা পড়তে থাকলে অভিযোগ শুরু হয়ে যায়, জনাব! পড়লাম তো, কোন প্রভাব তো পড়ছে না! এরূপ বলে এই অভাগা নিজের জন্য কবুলিয়্যতের দরজা নিজেই বন্ধ করে নেয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يُعَجِّلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِيْ অর্থাৎ তোমাদের দোয়া কবুল হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি করবে না, এমন বলো না যে, দোয়া করেছিলাম কবুল হলো না।" (সহীহ বুখারী, ৪/২০০, হাদীস নং-৬৩৪০) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: অনেকে তো এই বিলম্বে এতই অধৈর্য হয়ে যায় যে, আমল, অজিফা এবং দোয়ার প্রভাব থেকে নিজের বিশ্বাস বরং نَعُوْذُ بِاللهِ! **আল্লাহ পাকের** দয়ার ওয়াদা হতেও ভরসা হারিয়ে বসে। এদের বলা হোক যে, হে বেহায়া! হে

www.dawateislami.net

নির্লজ্জ!! একটু নিজের বগলে মুখ লুকাও। যদি তোমার আশপাশের কোন বন্ধু তোমাকে অনেকবার কোন কাজে বলেছে কিন্তু তুমি তার কোন কাজ করোনি, এখন তুমি কোন কাজে তাকে বলতে প্রথমতো লজ্জাবোধ করবে কেননা আমি তো তার কাজ করিনি, এখন কোন মুখে তাকে কাজ করতে বলবো? এবং যদি সেই কাজ অনেক প্রয়োজনীয় হয় যে, বলেই দিলে এবং সেই বন্ধু করলো না তবে এই ভেবে তাকে কোন অভিযোগ করবে না, আমিইবা কখন তার কাজ করেছি যে, সে আমার কাজ করবে।

এবার চিন্তা করো যে, তুমি **আল্লাহ পাকের** কতোগুলো আহকামের উপর আমল করো...? **তাঁর** আদেশের প্রতি আমল না করা এবং নিজের চাওয়া সর্বাবস্থায় পূর্ণতার আশা করা কেমন নির্লজ্জতা! হে নির্বোধ! অতঃপর পার্থক্য দেখো! নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত মনোযোগ দাও! প্রতিটি লোমে লোমে সর্বদা, প্রতিটি ক্ষণে কতই হাজার হাজার শত হাজার অসংখ্য নেয়ামত। তুমি ঘুমিয়ে যাও আর **তাঁর** নিস্পাপ ফিরিশতারা তোমার নিরাপত্তায় পাহারা দিতে থাকে, তুমি গুনাহ করছো এবং তারপরও মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বিপদাপদ থেকে রক্ষা, খাবার হজম হওয়া, শরীরের ভেতরকার ময়লা থেকে মুক্তি, রক্তের প্রবাহ, অঙ্গের শক্তি, চোখের দৃষ্টি ইত্যাদি অগনিত দয়া না চাইতেই তোমাকে দেয়া হচ্ছে। তারপরও যদি তোমার কিছু চাওয়া পূর্ণ না হয়, কোন মুখে অভিযোগ করো? তুমি কি জানো যে, তোমার জন্য মঙ্গল কোন জিনিসে! তুমি কি জানো যে, তোমার উপর কেমন কঠিন বিপদ আসার ছিলো, যা এই দোয়ার কারণে দূর করা হয়েছে, তুমি কি জানো যে, এই দোয়ার পরিবর্তে কিরূপ সাওয়াব তোমার ভান্ডারে জমা হচ্ছে, সেই **রবের** ওয়াদা

www.dawateislami.net

সঠিক এবং কবুলের এই তিনটি রূপই রয়েছে, যাতে প্রতিটি তার পূর্বের চাইতে উত্তম। হ্যাঁ! অবিশ্বাস্য মনে হলে তবে জেনে রাখো যে, ধ্বংস হয়ে গেছো এবং অভিশপ্ত ইবলিশ তোমায় আপন করে নিলো।

(ফাযায়িলে দোয়া, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাবার সংরক্ষণ বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাতের খেদমত এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে ৮০টিরও বেশি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই মধ্যে একটি বিভাগ হলো **খাবার সংরক্ষণ বিভাগ**, এই বিভাগের কাজ হলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও ঘরে বেঁচে যাওয়া খাবারকে গরিব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে তা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো। এক তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে প্রস্তুত কৃত খাবারের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য আমরা নষ্ট করছি আর বিশ্বের ৭ বিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৯% লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় শয়ন করে থাকে, যদি শুধু নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারকে ঐ সকল শয়নকারী ক্ষুধার্তের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয় তাহলে এই বিশ্বে কোন ব্যক্তিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে হবে না। **"খাবার সংরক্ষণ বিভাগ"** এর লক্ষ্যমাত্রা হলো নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়ার সাথে সাথে খাবার নষ্ট করার অভ্যাসকে দূরীভুত করা এবং গরীব ও নিঃস্বদেরকে সাহায্য সহযোগীতার মাধ্যমে সমাজে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, সুতরাং খাবার সংরক্ষণ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ হলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে স্থানীয়দের কাছ

থেকে যাচাই বাছায়ের মাধ্যমে ঐ সকল গরীব ও সাদাসিদে ঘরের মানুষ গুলোর কাছে রেশন ও প্রস্তুত কৃত খাবার পৌঁছানো, যারা এর উপযুক্ত। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষণ ও দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার পক্ষ থেকে প্রদান কৃত মাদানী চিন্তাধারা অনুযায়ী এই বিভাগের উদ্দেশ্য হলো এটাই, আমরা নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের সংশোধন এবং সুস্থতা ও কল্যাণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله আপনাদের নিকট আরয হচ্ছে এটাই যে, আপনারাও এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সঙ্গ দিন এবং অসংখ্য নেকী অর্জন করুন। আল্লাহ পাক দাওয়াতে ইসলামীর সকল বিভাগকে আরো অধিক উৎকর্ষতা ও বরকত দান করুক। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডান হাতে লেনদেনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ডান হাতে লেনদেনের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি: ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে আহার করে, ডান হাতে পান করে এবং ডান হাতে নেয় ও ডান হাতে প্রদান করে, কেননা শয়তান বাম হতে আহার করে, বাম হাতে পান করে এবং বাম হাতে নেয় এবং বাম হাতে প্রদান করে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ৪/১২, হাদীস ৩২৬৬) ❀ ডান দিকেই সৌভাগ্য রয়েছে আর এটি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। (ফয়যুল কাদীর, ৫/২৬৩, হাদীস ৬৯৯৫) ❀ ডান

www.dawateislami.net

হাতে পানাহার করা সুন্নাত। (আদাবে বাআম, ১৩০ পৃষ্ঠা) ❀ যে ফেরেশতা নেকী লিখেন তিনি ডান পাশে থাকেন, এই কারণে ডান দিকটা ভাল হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৮৭) ❀ মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে ডান হাতকে ব্যবহার করো, এই অভ্যাসটা এমন দৃঢ় হওয়া উচিত যে, কাল কিয়ামতের দিন আমল নামা পেশ করার সময় ডান হাত এই অভ্যাস অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে, তাহলেই কাজ হয়ে যাবে। (হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম ৩৭৪ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

ডান হাতে লেনদেনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net